بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

স্মরণ রাখা উচিত যে, রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর দাসত্বে মসীহ্ মওউদ (আ.) পৃথিবী থেকে শির্ককে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করার জন্য এসেছেন। তাই এটি কোনভাবেই সম্ভব নয় যে, তাঁর সত্য এবং প্রকৃত খিলাফত কোন প্রকার শিরকের প্রসার করবে বা শির্ককে উৎসাহিত করবে। খিলাফতের মৌলিক দায়িত্বই হলো শির্ককে নির্মূল করা এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক আমেরিকার মেরিল্যান্ডস্থ বায়তুর রহমান মসজিদ হতে প্রদত্ত ২রা নভেম্বর ২০১৮-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

প্রত্যেক ব্যক্তি সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, যে আহমদী হওয়ার দাবি করে, তার কেবল এই ঘোষণাই প্রকৃত আহমদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানে, তাঁর দাবিতে বিশ্বাস রাখে, বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রকৃত আহমদী হওয়ার কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন এবং কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আর কিছু অবশ্য পালনীয় কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, যদি এগুলো মেনে চল, এগুলো আদায় কর বা পালন কর, কেবল তবেই সত্যিকার অর্থে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হবে। এক কথায় আহমদী হওয়ার জন্য শুধু বিশ্বাসগত পরিবর্তন যথেষ্ট নয় বা কেবল এটিকেই যথেষ্ট মনে করো না যে, আমার পিতামাতা আহমদী ছিলেন, তাই আমিও আহমদী বা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবিকে সত্য হিসেবে মেনেছি, তাই আমি আহ্মদী। বিশ্বাসগতভাবে এটি এক ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে আহমদী সাব্যস্ত করে কিন্তু কার্যত আহমদী হওয়ার জন্য নিজের সকল শক্তিসামর্থ্য এবং যোগ্যতা দিয়ে সেসব কথাকে কাজে রূপ দেওয়া আবশ্যক যার প্রত্যাশা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক আহমদীর কাছে করেছেন। তিনি অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে, যদি নিজের সকল শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করে এই কথাগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা না কর, তাহলে তোমার দাবি নিছক বুলিসর্বস্ব, কেবলই মৌখিক দাবি। তিনি বলেন, বয়আতের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র হাতে প্রাণ সোপর্দ করা, যার অর্থ হলো আমরা আজকে আমাদের প্রাণ খোদার হাতে বিক্রি করে দিয়েছি। অতএব, এটি সামন্য কোন কাজ নয়। আমরা যখন কারো কাছে কিছু বিক্রি করি তখন তার ওপর আমাদের আর কোন অধিকার থাকে না বরং যার কাছে বিক্রি করি, সে-ই সেই জিনিসের প্রকৃত মালিক বা সত্তাধিকারী হয়ে যায় আর নিজের ইচ্ছানুসারে সে সেটি ব্যবহার করে। অতএব, এটি হলো সেই অবস্থা যা আমাদের নিজেদের জীবনে আনয়ন এবং বাস্তাবায়ন করতে হবে। এটি সেই চিন্তা-চেতনা যা আমাদের প্রাণ এবং জীবন সম্পর্কে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। এই চেতনা এবং এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য তিনি বলেন, বয়আতকারীকে সর্বপ্রথম বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করতে হয় আর অহংকার এবং আত্মম্ভরিতার সাথে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। এই হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শব্দ যে, নিজের অহমিকা এবং অহংকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। অনেকের মাঝে অহংকারের যেই চিত্র রয়েছে তা দেখুন- এক জায়গায় আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও এক কর্মকর্তা অন্য কর্মকর্তার সাথে রাগ করে নামাযের জন্য মসজিদে আসে নি, আর তা এই কারণে যে, সেই ওহদাদারের সাথে তার সম্পর্কভালো নয়। তার অহংকার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, খিলাফতের হাতে বয়আতের দাবি থাকা সত্ত্বেও সেই দাবির প্রতি কোন সম্মানবোধ তার মাঝে নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যদি বয়আত করে থাক, তাহলে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা পরিহার করতে হবে। তিনি বলেন, উন্নতি কেবল তখনই হয় যখন অহংকার থাকে না কিন্তু বয়আত করার পর যদি অহংকার এবং অহমিকাকেও লালন করে, তাহলে এর ফলে সেই কল্যাণরাজি আদৌ লাভ হয় না।

খলীফায়ে ওয়াক্ত উপস্থিত আছেন আর তাঁর পিছনে নামায পড়তে যাব, কোন ওহদাদারের জন্য তো আমি মসজিদে যাচ্ছি না অথচ নিজেও একজন পদধারী। অবস্থা যদি এমনই হয়, তাহলে এমন মানুষের আহমদী হয়ে কী লাভ? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বয়আতের সময় অঙ্গীকার যদি একটি হয় আর কর্ম বা আমল ভিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে দেখ এটি কত বড় পার্থক্য, কত বড় স্ববিরোধ তোমাদের কথার মাঝে বিদ্যমান। খোদার সাথে যদি কোন পার্থক্য রাখ তাহলে তিনিও পার্থক্য রাখবেন। তিনি বলেন, তাই তোমরা তোমাদের ঈমান এবং কর্মের বিশ্লেষণ করে দেখ যে, এমন পরিবর্তন এবং পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করেছ কি যে, তোমাদের হৃদয় খোদার আরশ হয়ে যাবে আর তোমরা তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় এসে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, আমি বার বার আমার জামা'তকে বলেছি যে, তোমরা নিছক এ বয়আতের ওপর ভরসা করবে না, যতক্ষণ এর বাস্তবতা বা মজ্জা হস্তগত না করবে ততক্ষণ মুক্তি নেই। তিনি (আ.) বলেন, আমি তোমাদের বারংবার নসিহত করছি যে, এমনভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাও যেভাবে সাহাবীরা নিজেদের জীবনে পরিবর্তন এনেছেন। সাহাবীদের দেখুন! নিজেদের জীবনে কি মহান পরিবর্তন তারা এনেছেন। বহু বছরের শত্রুতা বরং প্রজন্ম পরম্পরায় যে শত্রুতা তাদের ছিল, খোদার ভালোবাসার খাতিরে তারা সেটিকে প্রেমপ্রীতি এবং ভালোবাসায় পরিবর্তিত করেছেন আর কোথায় দেখুন, কয়েক মুহূর্তের মনোমালিন্যের কারণে মসজিদে আসা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শির্ক বা

বহুশ্বরবাদ থেকে তারা যখন তওবা করেছেন এরপর সবচেয়ে গুপ্ত ও অপ্রকাশিত শির্কও বর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। গুপ্ত বা অপ্রকাশিত শির্ক কী? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মহীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, শিরক বলতে কেবল এটিই বুঝায় না যে, পাথর ইত্যাদির পূজা করা হবে বরং উপকরণের পূজাও শিরক আর জাগতিক বিভিন্ন উপাস্যের পিছনে ছুটাও শির্ক। জাগতিক উপাস্য বলতে কী বুঝায়? জাগতিক স্বার্থ, যার খাতিরে মানুষ ধর্মের আদেশ-নিষেধ বা শিক্ষামালা আর খোদা তা'লার শিক্ষামালাকে অবজ্ঞা করে, বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, কোন কাজ করতে গিয়ে লোক দেখানো আর গুপ্ত কামনা বাসনার দাসত্ব করা, এটিও শিরক। কোন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় আদেশাবলীকে অবজ্ঞা করে জাগতিক কামনা বাসনার দাসত্ব করে তাহলে সে শির্ক করে অর্থাৎ খোদার সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তওহীদ বা একত্ববাদ শুধু এ কথার নাম নয় যে, মৌখিকভাবে **'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** বলবে আর হৃদয়ে সহস্র সহস্র প্রতিমা লালিত পালিত হবে, বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কাজ আর নিজের কোন পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রকে খোদার মত গুরুত্ব দেয় বা কোন মানুষের ওপর সেভাবে ভরসা করে বা নির্ভর করে যেভাবে খোদার ওপর নির্ভর করা উচিত অথবা নিজের আমিত্বকে বা অহংকারকে সেই সম্মান বা সেই মর্যাদা দেয় যা খোদাকে দেওয়া উচিত, এমন সমস্ত পরিস্থিতিতে খোদার দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি প্রতিমা-পূজারী।

কেউ আমাকে বলে যে, মানুষ খিলাফত বা খলীফায়ে ওয়াক্তকে এতটা বড় মর্যাদা দিয়ে থাকে যে, তারা প্রায় শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। স্মরণ রাখা উচিত যে, রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর দাসত্বে মসীহ্ মওউদ (আ.) পৃথিবী থেকে শির্ককে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করার জন্য এসেছেন। তাই এটি কোনভাবেই সম্ভব নয় যে, তাঁর সত্য এবং প্রকৃত খিলাফত কোন প্রকার শিরকের প্রসার করবে বা শির্ককে উৎসাহিত করবে। খিলাফতের মৌলিক দায়িত্বই হলো শির্ককে নির্মূল করা এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা আর সেই মিশনের পরিপূর্ণতা দেয়া, যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রেরিত হয়েছেন। খলীফায়ে ওয়াক্তকে সম্মান করার কোন ব্যক্তির রীতি এবং পদ্ধতি দেখে কেউ যদি এই কথা মনে করে থাকে তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, আমি কু-ধারণা পোষণ করছি না তো? কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে তার এই কথা ভাবা উচিত। যদি কুধারণা পোষণ করে থাকে তাহলে কুধারণা পোষণকারীদের কুধারণা থেকে বিরত থাকা উচিত। কোন ব্যক্তি সত্যিই যদি এতটা সীমা ছাড়িয়ে যায় যেখানে মানুষের মাঝে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ্, খলীফায়ে ওয়াক্তকে এমন মর্যাদা দেয়া হচ্ছে যা শিরকের নামান্তর, তাহলে এমন ব্যক্তির ইস্তেগফার করা উচিত আর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আমি নিজেও এটিকে পছন্দ করি না আর না কখনো করেছি। আর আমার পূর্বের কোন খলীফাও এমনটি পছন্দ করেন নি আর ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে আগত খলীফারাও এটিকে কখনো পছন্দ করবেন না যে, তাদের সত্তাকে কোন গুরুত্ব দেয়া হবে। হ্যাঁ, খেলাফতের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা খলীফায়ে ওয়াক্তের দায়িত্ব। এটি তার কাজ আর এটি তিনি করবেন। আর তা এজন্য করবেন যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খিলাফতের মাধ্যমে পৃথিবীতে তৌহিদের বাণী বিস্তার লাভ করবে এবং পৃথিবী থেকে শির্ক নির্মূল হবে। অতএব, কিছু অপরিপক্ক মাথায় তরবিয়তের অভাবে এই যে ধ্যানধারণা মাথা চাড়া দেয়, এমন লোকদের মাথা থেকে এমন ধ্যানধারণা বের করে দেওয়া উচিত।

তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম আর মান্যকারীদের হৃদয়কে শিরক থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার গুরুদায়িত্ব পালনের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি যেদিকে আকর্ষণ করেছেন আর যার ভিত্তিতে তিনি আমাদের কাছ থেকে বয়আত নিয়েছেন তা হলো- মিথ্যা এবং নৈতিক ব্যাধি থেকে পবিত্র থাকা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ অর্থাৎ প্রতিমার নোংরামি পরিহার কর এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক। এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মিথ্যাকে কুরআন করীম একটি অপবিত্রতা এবং নোংরা বিষয় আখ্যায়িত করেছে। তিনি বলেন, দেখ! এখানে অর্থাৎ এই আয়াতে মিথ্যাকে প্রতিমার সমান্তরালে রাখা হয়েছে, সত্যিকার অর্থে মিথ্যা এক প্রতিমাই হয়ে থাকে, নতুবা কেন সত্যকে বাদ দিয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়?

তিনি আরো বলেন, মিথ্যাও একটি প্রতিমা, যার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র ওপর নির্ভরতাকে পরিহার করে আর মিথ্যা বললে আল্লাহ্র সাথেও আর কোন সম্পর্ক থাকে না। অতএব, একত্ববাদী হওয়ার দাবি যদি থাকে, আল্লাহ্র ইবাদত করার যদি দাবি থেকে থাকে, যদি সত্যিকার মুসলমান হওয়ার দাবি দাবি করে থাক তাহলে নিজেদের মাঝ থেকে মিথ্যাকেও আর মিথ্যাবাদীকেও বের করতে হবে। অনেকেই তুচ্ছ বিষয়ে মিথ্যা বলে বসে, এটি এক মু'মিনের মহিমা সম্মত কাজ নয়। এটি মনে করা উচিত নয় যে, ছোট ছোট মিথ্যা কথা মিথ্যা নয়, এগুলো অবশ্যই মিথ্যা আর তৌহিদ বা একত্ববাদ থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায়। আঁ হযরত (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন শিশুকে বলে যে, আস, আমি তোমাকে কিছু দেব আর এরপর যদি সে না দেয় তাহলে এটি মিথ্যা বলে গণ্য হবে। হাসিঠাট্টার ছলেও যদি মিথ্যা বলা হয় সেটিও মিথ্যাই হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন, মিথ্যা, পাপ এবং অনাচার, কদাচার এবং জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

আরেকটি পাপের কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর মান্যকারীদেরকে এটি থেকে মুক্ত থাকার নসীহত করেছেন বরং এটি বয়আতের শর্তাবলীরও অন্তর্ভুক্ত আর তা হলো জিনা বা ব্যভিচার। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৩) অর্থাৎ ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ এমন উপলক্ষ্য বা অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাক যে কারণে হৃদয়ে এমন ধারণা উঁকি মারতে পারে বা মাথাচাড়া দিতে পারে আর সেসব পথ অবলম্বন করো না তিনি বলেন, সেসব পথ অবলম্বন করো না যার ফলে এই পাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আজকালকার যুগে টেলিভিশন,

ইন্টারনেট ইত্যাদিতে এমন নোংরা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়, যাতে প্রকাশ্য ব্যভিচারে প্ররোচিত করা হয়। অতএব, এমন পাপ থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক আহ্‌মদীর কাজ। অনেক ঘরে এই কারণে ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে, অনেক ঘর এই কারণে ভেঙে যাচ্ছে আর অনেক ঘর ইতোমধ্যে ভেঙে গেছে। স্বামী বসে নোংরা চলচ্চিত্র দেখতে থাকে বা ইন্টারনেট নিয়ে বসে থাকে, যার ফলে ভ্রান্ত ও নোংরা চিন্তাধারা মাথাচাড়া দেয়। এই কারণে অনেক যুবক ধ্বংস হচ্ছে আর নোংরা সঙ্গী সাথির খপ্পরে পড়ছে, কদর্য এবং নোংরা ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে উঠছে। অতএব, একজন আহমদীকে বিশেষভাবে এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। এছাড়া প্রকৃত বা সত্যিকার আহমদী হওয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সকল প্রকার জুলুম এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, আমার সাথে যদি সম্পর্কের দাবি করতে হয় তাহলে কোন প্রকার দুষ্কৃতি, অন্যায় এবং নৈরাজ্যের ধারনাও হৃদয়ে আনবে না। মহানবী (সা.)কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সবচেয়ে বড় অন্যায় এবং জুলুম কোনটি? তিনি (সা.) বলেন, সবচেয়ে বড় জুলুম এবং অন্যায় হলো নিজের ভাইয়ের জমির এক হাত পরিমাণও অন্যায়ভাবে জবর দখল করা। তাই কারো অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করা অনেক বড় পাপ। আমরা অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরি আর বলি যে, ইসলামী শিক্ষামানবাধিকার প্রদানের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করে, ইসলাম অধিকার নেয়ার পরিবর্তে দেয়ার প্রতি বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমরা বড় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মানুষের সামনে এই কথাগুলো উপস্থাপন করে থাকি কিন্তু আমাদের কর্ম বা আমল যদি বিপরীত হয় তাহলে আমরা পাপাচারী আর আমরা মিথ্যা বলছি। তাই প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়টিকেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখতে হবে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মু'মিন হওয়ার গুরত্বপূর্ণ শর্ত হল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। বরং আল্লাহ্ তা'লার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইবাদতকে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হে সেসকল লোক! যারা নিজেদেরকে আমার জামা'তভুক্ত বলে মনে কর আকাশে তোমরা তখনই আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হবে যখন সত্যিকার অর্থে তাকওয়ার পথে পদচারণা করবে। অতএব, নিজেদের পাঁচ বেলার নামাযকে এমন খোদাভীতি এবং এমন বিগলিত চিত্তে আদায় কর, যেন তোমরা খোদাকে দেখছ। তিনি আরো বলেন, নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্য পালনীয়। হাদীস শরীফে এসেছে রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে এক জাতির কিছু লোক এসে ইসলাম গ্রহণ করে আর নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের নামায মাফ বা মওকুফ করে দেয়া হোক, কেননা আমরা ব্যবসায়ী মানুষ, পাঁচ বেলার নামায পড়া আমাদের জন্য খুবই কঠিন কাজ, আমাদের গবাদি পশু রয়েছে (অর্থাৎ গবাদি পশুর পাল তারা রেখেছে বা চড়াত) বাইরের কাজ বড় কষ্টের কাজ, কাপড়ও নষ্ট হয়ে যায়, কাপড়ের পবিত্রতার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। তাছাড়া ব্যস্ততার কারণে পাঁচ বেলা নামায পড়ার সময়ও থাকে না। প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বলেন যে, দেখ! নামাযই যদি না থাকে তাহলে আর থাকলই বা কী? সেটি কোন ধর্মই নয় যে ধর্মে নামায নেই। তিনি বলেন, নামায কী? নামায হলো বিনয় এবং আকুতি মিনতির সাথে নিজের দুর্বলতা আল্লাহ্‌র চরণে উপস্থাপন করে তাঁর কাছে অভাব মোচনের দোয়া করা। খোদাভীতি, খোদার ভালোবাসা এবং খোদার স্মরণে ব্যাপৃত থাকার নামই হলো নামায আর এটিই ধর্ম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মানুষ এবং পশুর মাঝে পার্থক্য সূচক বিষয় হলো খোদার ইবাদত করা এবং নামায পড়া। হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি বেশ কয়েকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং করে থাকি যে, মসজিদ বা নামাযের কেন্দ্র যদি দূরে থেকে থাকে, তাহলে কাছাকাছি কয়েকটি ঘর একত্রিত হয়ে একটি কেন্দ্র নির্ধারণ করতে পারে, যেখানে এক সাথে নামায পড়া সম্ভব হতে পারে। এরফলে যেখানে বাজামাত নামাযের পুণ্য লাভ হবে, সেখানে নামাযের প্রতি মনোযোগও নিবদ্ধ থাকবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হবে এবং তাদের সংশোধনও হতে থাকবে। আমি বারংবার বলি যে, সব সংগঠনের ওহদাদারগণ এবং জামা'তী ওহদাদারগণ, (সকল পর্যায়ের জামা'তী ওহদাদারগণ) নামাযে উপস্থিতির প্রতি যদি পূর্ণ মনোযোগ দেন তাহলে নামাযের উপস্থিতি বেশ কয়েকগুণ বাড়তে পারে আর এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও তরবিয়তের কারণ হবে। নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর একটি উক্তি এমন রয়েছে যা আমাদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে দেয়ার মতো। তিনি (সা.) বলেন কিয়ামত দিবসে বান্দাদের কাছ থেকে যে বিষয়ের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হলো নামায। এই হিসাব যদি সঠিক থাকে তাহলে সে সফল এবং মুক্তিপ্রাপ্ত। আর এই হিসাব যদি মন্দ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অতএব এটি সামান্য কোন বিষয় নয় যে, নামাযের প্রতি মনোযোগের যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্ব পালন না করা। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। হুজুর (আই.) বলেন, তাহাজ্জুদ এবং নফল পড়ার প্রতিও মনোযোগ থাকা চাই। এছাড়া রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি রয়েছে যে, তোমাদের ফরয নামাযে যে ঘাটতি থেকে যায় (অনেক সময় ত্রুটিও থেকে যায়) সেই সমস্ত ঘাটতি আল্লাহ তা'লা নফলের মাধ্যমে (যদি নফলের অভ্যাস থাকে তাহলে) পূর্ণ করেন।

হুজুর (আই.) বলেন, আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যার প্রতি সব আহমদীর দৃষ্টি রাখা উচিত, তা হলো খোদার কাছে পাপের ক্ষমা চাওয়ার প্রতি স্থায়ী মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া। রসূলে করীম (সা.) বলেন, খোদা তা'লা এমন নন যে, ইস্তেগফার করা সত্ত্বেও মানুষকে শাস্তি দিবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআনের এই দোয়া শিখিয়েছেন, যা বর্তমান যুগে পড়া উচিত আর সেই দোয়াটি হলো- رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আরাফ, আয়াত: ২৪) অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমরা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র না হও, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের মান্যকারীদের গণ্ডিভুক্ত হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত যা নির্ধারণ করেছেন তা হলো, তারা যেন মানুষের অধিকার প্রদানকারী হয় আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে তারা যেন বিরত থাকে।

সব মুসলমান যদি আজকে এই বাস্তবতাকে বুঝে এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর বিভিন্ন সরকার এবং মুসলমানরা যদি এগুলো মেনে চলে তাহলে বর্তমানে মুসলমান মুসলমানের ওপর অত্যাচার, অবিচার করে তাদের যে ধনসম্পদ এবং প্রাণ বিনষ্ট করছে, সহস্র সহস্র, লক্ষ শিশু এতিম হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মহিলা যে বিধবা হচ্ছে, বয়োবৃদ্ধরা যে মারা যাচ্ছে, এর কিছুই হতো না।

এরপর অহংকার অনেক বড় একটি ব্যাধি, যা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে আমাদেরকে নসীহত করেছেন। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) অনেক জোর দিয়েছেন এবং আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি (সা.) বলেছেন, যার হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ অহংকারও বিদ্যমান থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হুজুর (আই.) বলেন, সকল আহমদীকে এটি থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত। এখানে আমেরিকায় দু'টো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমার সাথে মজলিসে বা বৈঠকে মেয়েদের পক্ষ থেকে এই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জামা'তে কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য রয়েছে। মজলিসে বা বৈঠকে মেয়েদের পক্ষ থেকে এই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জামা'তে কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য রয়েছে। কোন কারণে যদি যুবক শ্রেণির মাঝে এই ধারণা মাথা চাড়া দেয়, তাহলে এটি খুবই অন্যায় একটি কাজ। লাজনা, খোদ্দাম, আনসারেরও আর জামাতী তরবিয়তী বিভাগেরও এটি খতিয়ে দেখা উচিত যে, এই প্রশ্ন কেন মাথাচাড়া দিচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে যদি কোন বাস্তবতা থেকে থাকে, তাহলে বুদ্ধিমত্তার সাথে, ভালোবাসার সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই অনুভূতির সুরাহা করা উচিত এবং তরবিয়তও করা উচিত। হুজুর (আই.) আর্থিক কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, খোদা তা'লার কৃপায় সারা পৃথিবীর জামাত'গুলো আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে উন্নতি করছে। জরুরী অবস্থায় এবং সাময়িক কুরবানীর ক্ষেত্রে আমেরিকার জামা'তগুলো উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়ে থাকে কিন্তু রীতিমত আমাদের যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে বা আবশ্যকীয় চাঁদার যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, পরিসংখ্যান অনুসারে বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়েছে। এদিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সঠিকহারে যদি চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন, তাহলে আমি মনে করি মসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য জামাতী কাজের জন্য পৃথক কোন তাহরীক কমই করতে হবে। এদিক থেকে আপনারা আত্মজিজ্ঞসা বা আত্মবিশ্লেষণ করুন আর যারা কম লিখিয়েছেন তারা নিজেদের চাঁদায় আমের বাজেট পুনঃবিশ্লেষণ করে লেখান।

আজকে যে শেষ কথার প্রতি আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই তা হলো আনুগত্য। কুরআন শরীফের বহু জায়গায় আল্লাহ্ এবং রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ এসেছে। বক্রপ্রকৃতির কতক মানুষ বা মুনাফেকসুলভ চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তি বলে যে, আমরা অঙ্গীকার করেছি মারুফ বিষয়ের আনুগত্যের। এরা বলে যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের কোন কোন সিদ্ধান্ত মারুফ হয় না বা ন্যায়সঙ্গত হয় না বা তাদের দৃষ্টিতে কোন কোন সিদ্ধান্ত ন্যায় সঙ্গত নয়। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, এই শব্দটি রসূলে করীম (সা.)-এর জন্যও কুরআন শরীফে এসেছে আর কুরআন শরীফে আছে-وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ(সূরা মুমতাহিনা: ১৩) অর্থাৎ মারুফ বিষয়ে তোমার অবাধ্য হবে না। তিনি বলেন, এমন লোকেরা কি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দুর্বলতারও কোন তালিকা প্রস্তুত করেছে যে, তিনি কোন্ কথা সঠিক বলেছেন আর কোন্ কথা ভ্রান্ত বলেছেন। নাঊযুবিল্লাহ্ মিন যালিক। হুজুর (আই.) বলেন, মারুফ সিদ্ধান্ত বা মারুফ বিষয়ের আনুগত্য, যে আনুগত্য আবশ্যক, তা হলো খোদা তা'লার নির্দেশ এবং তাঁর রসূলের শিক্ষা এবং নির্দেশাবলীর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। তাই সত্যিকার খেলাফত যত দিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এটি ইনশাআল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত থাকবেই, এই খেলাফত কখনো আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশ পরিপন্থী সিদ্ধান্ত দিবে না এবংকুরআন ও সুন্নতের অধীনেই চলবে। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে নিজেকে জামা'তের অংশ মনে করে তার জন্য আবশ্যক হলো এই অঙ্গীকার বা আহাদনামার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে জামাতসংক্রান্ত খলীফায়ে ওয়াক্তের যে নির্দেশ রয়েছে বা আসে সেগুলো মেনে চলা, সেগুলোকে ব্যবহারিক রূপ দেওয়া। যদি আমার প্রতি আরোপিত লোকদের এবং আমার হাতে বয়আতকারীদের সংশোধন না হয়, তারা আল্লাহ্ এবং রসূলের শিক্ষা অনুসারে যদি জীবন যাপন না করে, তাহলে এমন বয়আত অর্থহীন। তাই আমাদের আহমদী হওয়া তখনই লাভজনক হবে যদি এই সত্যকে বুঝে আমরা এর ওপর আমল করার চেষ্টা করি আর নিজেদের সকল শক্তিসামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে ইসলামের প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ বুঝে এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Jumma (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 2 November 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B